শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৯, ২য় সংখ্যা, ১ পৌষ ১৪২৩ (১৭ ডিসেম্বর ২০১৬) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

● ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার সন্দেশের পাতা থেকে। ফেলুদা'র প্রথম গল্পের হেডপিস।

ফেলুদা কাহিনী

সম্পাদকের কলমে

'ফেলুদার গল্প যারা পড়েনি, তারা ঠকেছে। ভালো জিনিস উপভোগ না-করতে পারার দুঃখ আর কিছুতে নেই। অবিশ্যি নিরক্ষর লোকেরাও দুনিয়া-জুড়ে গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরকে চেনে, ড্যাব্ ড্যাব্ করে সিনেমায় দেখতে পায় বলে! লেখক নিজেই ফেলুদার দুটো খাসা গল্প নিয়ে জমজমাট চলচ্চিত্র বানিয়েছেন।'

এ কথা লীলা মজুমদারের। তাঁর মত অসংখ্য গোয়েন্দা কাহিনী ভক্তের প্রিয় চরিত্র ফেলুদা।

দেখতে দেখতে ফেলুদার গল্প প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ ১৩৭২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে গোয়েন্দা ফেলুদার আত্মপ্রকাশ ঘটে সন্দেশের পাতায়। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় গল্পটি। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সম্পূর্ণ আকারে গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ, ১৯৭০ সালের মে মাসে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম গল্প সংকলন 'এক ডজন গপ্পো' গ্রন্থে। ফেলুদার গল্পে মজে থাকা সমস্ত বাঙালীর পক্ষ থেকে প্রিয় ফেলুদাকে সাবাস জানাতেই বিশেষ ফেলুদা সংখ্যা, একইসঙ্গে ফেলুদা পাঠকদের জন্য নতুন বছরের উপহার। ●

ফেলুদা কাহিনী	প্রথম প্রকাশ ও প্রকাশকাল	গ্রন্থাকারে প্রকাশ ও প্রকাশকাল
১. ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি	সন্দেশ (ডিসেম্বর ১৯৬৫ - ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬)	এক ডজন গপ্পো (১৯৭০)
২. বাদশাহী আংটি	সন্দেশ (মে ১৯৬৬ - মে ১৯৬৭)	বাদশাহী আংটি (১৯৬৯)
৩. কৈলাস চৌধুরীর পাথর	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৬৭)	এক ডজন গপ্পো (১৯৭০)
৪. শেয়াল-দেবতা রহস্য	সন্দেশ (গ্রীষ্ম সংখ্যা, মে-জুন ১৯৭০)	আরো এক ডজন (১৯৭৬)
৫. গ্যাংটকে গণ্ডগোল	দেশ (শারদীয়া ১৯৭০)	গ্যাংটকে গণ্ডগোল (১৯৭১)
৬. সোনার কেল্লা	দেশ (শারদীয়া ১৯৭১)	সোনার কেল্লা (১৯৭১)
৭. বাক্স-রহস্য	দেশ (শারদীয়া ১৯৭২)	বাক্স-রহস্য (১৯৭৩)
৮. কৈলাসে কেলেঙ্কারি	দেশ (শারদীয়া ১৯৭১)	কৈলাসে কেলেঙ্কারি (১৯৭৪)
৯. সমাদ্দারের চাবি	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৭৩)	আরো এক ডজন (১৯৭৬)
১০. রয়েল বেঙ্গল রহস্য	দেশ (শারদীয়া ১৯৭৪)	রয়েল বেঙ্গল রহস্য (১৯৭৫)
১১. ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৭৫)	আরো এক ডজন (১৯৭৬)
১২. জয় বাবা ফেলুনাথ	দেশ (শারদীয়া ১৯৭৫)	জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৬)
১৩. বোম্বাইয়ের বোম্বেটে	দেশ (শারদীয়া ১৯৭৬)	ফেলুদা এণ্ড কোং (১৯৭৭)
১৪. গোঁসাইপুর সরগরম	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৭৬)	ফেলুদা এণ্ড কোং (১৯৭৭)
১৫. গোরস্থানে সাবধান!	দেশ (শারদীয়া ১৯৭৭)	গোরস্থানে সাবধান! (১৯৭৯)
১৬. ছিন্নমস্তার অভিশাপ	দেশ (শারদীয়া ১৯৭৮)	ছিন্নমস্তার অভিশাপ (১৯৮১)
১৭. হত্যাপুরী	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৭৯)	হত্যাপুরী (১৯৮১)
১৮. গোলোকধাম রহস্য	সন্দেশ (মে ১৯৮০ - অগাস্ট ১৯৮০)	আরো বারো (১৯৮১)
১৯. যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে	দেশ (শারদীয়া ১৯৮০)	যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে(১৯৮২)
২০. নেপোলিয়নের চিঠি	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৮১)	ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু (১৯৮৫)
২১. টিনটোরেটোর যীশু	দেশ (শারদীয়া ১৯৮২)	টিনটোরেটোর যীশু (১৯৮৩)
২২. অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য	আনন্দমেলা (৪মে - ১৫জুন ১৯৮৩)	এবারো বারো (১৯৮৪)
২৩. জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৮৩)	এবারো বারো (১৯৮৪)
২৪. এবার কাণ্ড কেদারনাথে	দেশ (শারদীয়া ১৯৮৪)	ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু (১৯৮৫)
২৫. বোসপুকুরে খুনখারাপি	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৮৫)	একের পিঠে দুই (১৯৮৮)
২৬. দার্জিলিং জমজমাট	দেশ (শারদীয়া ১৯৮৬)	দার্জিলিং জমজমাট (১৯৮৭)
২৭. অপ্সরা থিয়েটার মামলা	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৮৭)	ডবল ফেলুদা (১৯৮৯)
২৮. ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর	দেশ (শারদীয়া ১৯৮৭)	ডবল ফেলুদা (১৯৮৯)
২৯. শকুন্তলার কণ্ঠহার	দেশ (শারদীয়া ১৯৮৮)	আরো সত্যজিৎ (১৯৯৩)
৩০. লণ্ডনে ফেলুদা	দেশ (শারদীয়া ১৯৮৯)	ফেলুদা প্লাস ফেলুদা (১৯৯২)
৩১. গোলাপী মুক্তা রহস্য	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৮৯)	ফেলুদা প্লাস ফেলুদা (১৯৯২)
৩২. ডাঃ মুনসীর ডায়েরি	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৯০)	বাঃ! বারো (১৯৯৪)
৩৩. নয়ন রহস্য	দেশ (শারদীয়া ১৯৯০)	নয়ন রহস্য (১৯৯১)
৩৪. রবার্টসনের রুবি	দেশ (শারদীয়া ১৯৯২)	রবার্টসনের রুবি (১৯৯৪)
৩৫. ইন্দ্রজাল রহস্য	সন্দেশ (ডিসেম্বর ১৯৯৫ - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬)	ফেলুদা সমগ্র (২০০৫)
৩৬. ফেলুদা	সন্দেশ (শারদীয়া ১৯৯৫)	অগ্রন্থিত

ফেলুদা সংকলন

- পাহাড়ে ফেলুদা (১৯৯৬) ৬টি কাহিনী
- কলকাতায় ফেলুদা (১৯৯৮) ৯টি কাহিনী
- ফেলুদার সপ্তকাণ্ড (১৯৯৮) ৭টি কাহিনী
- ফেলুদার পান্চ (২০০০) ৫টি কাহিনী
- ফেলুদা একাদশ (২০০০) ৮টি কাহিনী
- ফেলুদা সমগ্র (২০০৫) সমস্ত ফেলুদা কাহিনী

খসড়া ফেলুদা

● তোতা রহস্য - প্রথম ও দ্বিতীয় খসড়া ● বাক্স-রহস্য - প্রথম খসড়া (১৯৬৯) ● আদিত্য অর্ধনের আবিষ্কার - (১৯৮৩)/ চারটি খসড়াই 'ফেলুদা একাদশ' গ্রন্থে সংকলিত

ফেলুদা ফাইল

বাংলা ভাষায় গল্প উপন্যাস কিছু কম নেই, গোয়েন্দা কাহিনীর সংখ্যা নেহাত কম নয়, গোয়েন্দা চরিত্রও অঢেল। কিন্তু সব বয়সের পাঠকের কাছে গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার এত প্রিয় হওয়ার কারণ টানটান মেদহীন বিবরণ। কোনো আড়ষ্টতা, কোনো বাহুল্য নেই। নেই কোনো অপ্রয়োজনীয় বাড়তি শব্দ। এর সঙ্গে আছে দরকারি সব ছবি যা গলপ পড়ার মজাটাকে শুধু বাড়িয়েই দেয় না, একেবারে ঘটনার মধ্যে নিয়ে যায়। ফেলুদার সব গল্পই তোপসের জবানীতে, ঠিক যেভাবে ক্যামেরা নিজে উহ্য থেকে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে সেভাবেই। তদন্তের সব গোলোকধাঁধা পেরিয়ে, সব বাধা কাটিয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সব রহস্য-জাল ফেলুদা ফাঁস করে দেয়। ধাঁধা-হেঁয়ালি-খুন-খারাপি'র দমবন্ধ করা উত্তেজনার মধ্যে খানিক হাসি-মজা-মসকরার সুবাস নিয়ে জটায়ুর উপস্থিতি ফেলুদার গল্পকে আরো জনপ্রিয় করেছে। এখন দেখা যাক ফেলুদার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য —

ফেলুদা'র নাম-ডাক

সব পাঠকের কাছে ফেলুদা তার ডাকনামেই পরিচিত। কিন্তু তার একটা পোষাকী নাম আছে প্রদোষ চন্দ্র মিত্র, সাহেবী কায়দায় পি. সি মিটার। তবে ফেলু মিত্তির নামেই তার বেশী খ্যাতি। প্রথমে অবশ্য লেখক ফেলুদার পদবি লিখেছিলেন দত্ত, পরে বদলে মিত্র বা মিত্তির করেন। জটায়ু'র ভাষায় 'প্র' মানে প্রফেশনাল, 'দোষ' মানে অপরাধ বা ক্রাইম আর 'সি' মানে টু-সি অর্থাৎ দেখা বা ইনভেস্টিগেট। ●

ফেলুদা'র পিতৃ-পুরুষ

ফেলুদা'র গল্প-উপন্যাস পড়ে জানা যাচ্ছে তার বাবার নাম জয়কৃষ্ণ মিত্র। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অঙ্ক আর সংস্কৃত পড়াতেন। ফেলুদা'র বাবারা তিন ভাই। তিনি মেজো। তাঁর বড়ভাই মানে ফেলুদা'র জ্যাঠা খুব ভালো ঠুংরি ইতেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছাড়েন, আর ফেরেননি। ছোটভাই মানে ফেলুদা'র কাকা হলেন তোপসের বাবা। এই কাকার বাড়িতেই ফেলুদা থাকেন। ফেলুদার বাবা ছিলেন খুব সাহসী। একেবারে ডাকাবুকো মানুষ। শেয়ালের গর্তের মধ্যে হাত ভরে শেয়ালের বাচ্চা চুরি করে আনতেন। শরীর চর্চা করতেন, মুগুর ভাঁজতেন। ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার, কুস্তি — সব খেলাতেই চৌখস ছিলেন। শ্রীব অল্প বয়সে তিনি মারা যান। তখন ফেলুদার বয়স মাত্র ৯বছর। ●

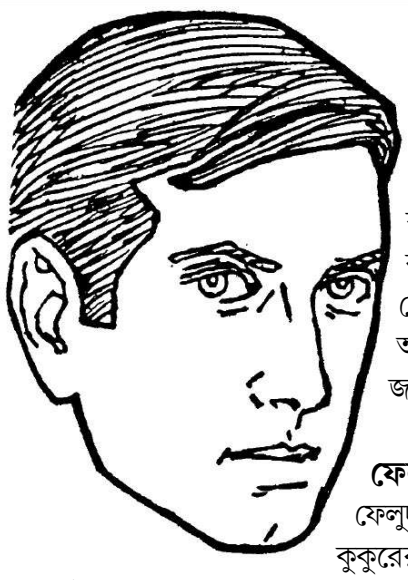

ফেলুদা'র শরীর-গতিক

ফেলুদার উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি, ছাতির মাপ ৪২ ইঞ্চি। অনায়াসে হিন্দি ছবির হিরো হতে পারে এমন সুদর্শন। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে বড় নখ রাখার অভ্যাস ছিল এক সময়। দৃষ্টিশক্তি প্রখর, এমন কি অন্ধকারে যে কোনো মানুষের থেকে বেশী দেখতে পায়। বিরক্ত হলে যেমন ভ্রূকুটি ওঠে তেমনই চিন্তা করলে কপালে চারটে ঢেউ খেলানো দাগ ফুটে ওঠে। কখনও আবার সিলিংয়ের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে। উত্তেজিত হলে বাঁ-হাতের তেলো দিয়ে ডান-হাতের আঙুল ফাটায়। তবে মুখ দেখে মনের অবস্থা বোঝা অসম্ভব। প্রতিদিন দাড়ি কামায়। একবার দাড়ি-গোঁফ রাখার শখ হওয়ায় সাতদিন শেভিং ছাড়া ছিল। শেষ পর্যন্ত আর দাড়ি রাখা হয়নি। ফেলুদার ঘুম খুব পাতলা। এক ডাকেই বা আলতো খোঁচায় ঘুম ভেঙে যায়। শুতে যত রাতই হোক সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়ে। সকালে উঠে আধঘন্টা ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে বলেই সবসময় ফিট থাকে। একদিনের জন্যও ফেলুদা'র শরীর খারাপ হয়নি। ●

ফেলুদা'র মগজাস্ত্র

ফেলুদার জ্ঞানের পরিধি বিশাল। আস্তশিল্প সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান যে বাড়ি দেখে তার বয়স বলে দিতে পারে। গাছ আর কুকুরের জাত চেনে। গন্ধ শুঁকে পারফিউমের আর আওয়াজ শুনে গাড়ির নাম বলে দিতে পারে। পুরনো আসবাব, পুরনো পোর্সিলিন সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। বাংলা স্বরলিপি, রাগ-রাগিনী আর একটু-আধটু হারমোনিয়াম বাজাতে জানা আছে। বাংলা ও ইংরাজী ছাপার অক্ষর বিষয়ে ভালোরকম জ্ঞান আছে। শব্দের ইতিহাস বা এমেটোলজি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা আছে। ফেলুদা ভালো আঁকতেও পারে। একবার দেখেই সেই ব্যক্তির ছবি পেনসিল দিয়ে এঁকে দিতে পারে।

ফেলুদা'র পোষাক-আশাক

ফেলুদা বাড়িতে থাকলে পাজামা-পাঞ্জাবি পড়ে, নাহলে ট্রাউজার্সের সঙ্গে পাঞ্জাবিও পড়ে। কম হলেও ধুতি-পাঞ্জাবি পড়তে দেখা গেছে ফেলুদাকে। বাইরে গেলে ট্রাউজার্স-শার্ট পড়াতেই স্বচ্ছন্দ। জিনস্ও ফেলুদার পছন্দের পোষাক। আগে শৌখিন পোষাকের শখ ছিল, তবে এখন আর সেটা নেই। তদন্তের জন্য ফেলুদাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, আর বাইরে গেলে ফেলুদা সেখানের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই পোষাক সঙ্গে নেয়। তবে পায়ে থাকে হান্টিং বুট। শীতের সময় গায়ে চাদর জড়িয়ে নেয়। অবশ্য শীতের জায়গায় গেলে সোয়েটার-মাফলার সঙ্গে নিয়ে নেয়। ●

ফেলুদা'র খেলাধুলো

ফেলুদার প্রিয় খেলা ক্রিকেট। ফেলুদা নিজে ক্রিকেট খেলত, স্লো-স্পিন বল করত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট টিমের হয়ে একবার লক্ষ্ণৌ, আর একবার বেনারসে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছে। তিন মাসে রাইফেল শুটিং শিখেছে। তারপর প্রতিযোগিতায় নেমে যথারীতি প্রথম স্থান। রিভালভারেও মারাত্মক নিশানা। 'য়ৈ বাবা ফেলুনাথ' গল্পে এই অব্যর্থ নিশানা দিয়েই মগনলাল মেঘরাজকে নাস্তানাবুদ করে। মার্শাল আর্টেও কম যায়না ফেলুদা। ক্যারাটে আর যুযুৎসু দুটোই জানে। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' গল্পে হং-কং থেকে আসা কুংফু বিশেষজ্ঞ ভিক্টর পেরুমলকে ফেলুদা চমকে দিয়েছিল োর মার্শাল আর্টের কসরৎ দেখিয়ে।

ইণ্ডোর গেমসেও ফেলুদার জুড়ি মেলা ভার। প্রায় ১০০ রকমের ইণ্ডোর গেমস ফেলুদা খেলতে জানে। দাবা ভালই খেলে, আর জানে তাসের ম্যাজিক। ●

ফেলুদা ফাইল ২

ফেলুদা'র কেস-হিস্ট্রি

ফেলুদার রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চারের ৩৫টি কাহিনী ুপার অক্ষরে প্রকাশিত ওয়েছে। সবকটিই ফেলুদার স্যাটেলাইট তোপসের জবানীতে। কিন্তু বাস্তবে ফেলুদা'র কেসের সংখ্যা আরো বেশী। এই বাকি কেসগুলির কথা অবশ্য তোপসে আমাদের শোনায়নি। ত্বধু বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কেসের নামোল্লেখ করেছে। ফেলুদার সমাধান করা ৩৫টি অহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চারের বাইরে অন্য কেসগুলো হ'ল — হিজলী খুনের রহস্য, রাজগড়ের খুনের রহস্য, লখাইপুরের জোড়া-খুন, এলাহাবাদে সুখতঙ্কর খুন, ধলভূমগড়েরর জোড়া-খুন, খড়গপুরের জোড়া-খুন, কলকাতার ফরডাইস লেনের খুন, ফ্যান্সি লেনের খুন, ব্যারাকপুরের কেদার সরকারের রহস্যজনক খুন, পাইকপাড়ার সাধন চক্রবর্তীর কেস, ক্যামাক স্ট্রিটের দীনেশ চৌধুরীর কেস, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যাট ধরণী মুখার্জির কেস, কোডার্মায় সর্বেশ্বর সহায়ের কেস, কর্ণেল দালালের জালিয়াতির মামলা,পাটনার জাল উইল, রাউরকেল্লার কেস, হ্যাপি-গো-লাকি নামে একটা রেসের ঘোড়াকে বিষ খাইয়ে মারার তদন্ত। ফেলুদা একটা মাত্র কেসেই রহস্য সমাধান করতে পারে নি, চন্দননগরের জোড়া-খুনের তদন্তে।

ফেলুদা'র খাবার-দাবার

ফেলুদা খাদ্যরসিক কিন্তু নির্লোভ। সর্বভূক হলেও স্বল্পাহারী। ফেলুদা আদ্যন্ত বাঙালী তাই বাঙালী-খানাই ফেলুদা'র বেশী পছন্দ। দুপুরে ভাতের সাথে সোনা মুগের ডাল, পাঁপড়, দই আর কড়াপাকের সন্দেশ থাকলে ফেলুদাকে আর পায় কে। রাতে অবশ্যই রুটি। বর্ষার দিনে খিচুড়ি আর ডিম ঈাজা ছাড়া অন্য কিছু ফেলুদা ভাবতেই পারে না। চায়ের ব্যাপারে ফেলুদা কিন্তু খুঁতখুঁতে। কার্সিয়াঙের মকাইবাড়ি টি এস্টেটের চা ছাড়া আর অন্য চা পছন্দ করে না। চায়ের সঙ্গে ডালমুট বা চানাচুর। ডালমুট আবার নিউমার্কেটের কলিমুদ্দির দোকানের হতে হবে। সপ্তাহে একদিন বাড়ির সবাই মিলে রেস্তোরাঁতে খেতে যায় কিন্তু চটকদার খাবার পছন্দ করে না। তবে নতুন গুড়ের সন্দেশ বা মিহিদানা দেখলে ফেলুদা আর নিজেকে সামলাতে পারে না।

ফেলুদা'র প্রিয় জিনিস

ফেলুদা'র প্রিয় শখ হল
দুষ্প্রাপ্য বই আর পুরনো পেন্টিং সংগ্রহ করা। আগে ডাকটিকিট জমানো এবং ম্যাজিকের শখ ছিল।

ফেলুদার প্রিয় বই
বিভূতিূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'। এছাড়া প্রিয় গ্রন্থের তালিকায় আছে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'।

ফেলুদার প্রিয় সংবাদপত্র
বাংলায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ইংরাজীতে আগে ছিল 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', পরে 'দ্য স্টেটসম্যান'।

ফেলুদার প্রিয় টিভি সিরিয়াল
বি.বি.সি.-র 'শার্লক হোমস', সব এপিসোড

ফেলুদার প্রিয় খেলা ক্রিকেট।
ফেলুদার প্রিয় কমিকস্ 'টিনটিন'।
ফেলুদা'র প্রিয় নেশা চারমিনার সিগারেট।
ফেলুদা'র প্রিয় অস্ত্র 'কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু' রিভলবার। ●

ফেলুদা'র মক্কেল

ফেলুদা'র প্রথম তদন্ত অবসরপ্রাপ্ত উকিল, তার বাবার পরিচিত রাজেন মজুমদারকে দেওয়া হুমকি চিঠির রহস্য সমাধান। এই তদন্তে ফেলুদা কোনো পারিশ্রমিক পায়নি নিজের রজেই তদন্ত করেছিল। যেহেতু রাজেনবাবুর জন্য তার তদন্ত তাই তিনিই হলেন ফেলুদার প্রথম মক্কেল। ফেলুদা পরেও বেশ কয়েকটি ত দন্ত নিজেই শুরু করেছে। সিধু জ্যাঠা (কৈলাসে কেলেঙ্কারি), লালমোহনবাবুর (বোম্বাইয়ের বোম্বেটে) অনুরোধেও তদন্ত করেছে ফেলুদা। মক্কেলদের মধ্যে কয়েক জন নিজেরাই অপরাধ ঘটিয়েছে, অর্থাৎ খল-মক্কেল। নীলমণি সান্যাল (শেয়াল দেবতা রহস্য), মহীতোষ সিংহ রায় (রয়েল বেঙ্গল রহস্য), নীহার দত্ত (গোলোকধাম রহস্য), মহীতোষ রায় (অ প্সরা থিয়েটার মামলা), সুনীল তরফদার (নয়ন রহস্য)। পেশার দিক দিয়েও মক্কেলদের মধ্যে বৈচিত্র আছে। ফেলুদা'র সাত জন মক্কেল উকিল বা বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাদের মধ্যে পাঁচ জন অবসরপ্রাপ্ত। ব্যবসায়ী ছয় জন, এক জন অবসরপ্রাপ্ত। অন্যান্য পেশার মক্কেলদের মধ্যে চিত্রগ্রাহক, অস্ট্রিওপ্যাথ, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, কবিরাজ, অভিনেতা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চার্টার্ড অ্যাকান্ট্যান্ট, মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক, আছে একজন করে, আর জাদুকরও আছে দুজন। ●

ফেলুদা'র দুশমন

ফেলুদা গোয়েন্দা, তাই দুষ্টু লোকেদের সঙ্গে তাকে পদে পদে টক্কর নিতে ওয়। গোয়েন্দা গল্পে এই খল চরিত্ররাই পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। বাধাগুলো যত কঠিন ওয়, ততই জমে ওঠে অ্যাডভেঞ্চার। কঠিন আধা একমাত্র তার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, যে প্রখর বুদ্ধিমান। তবে আজকের এই বিজ্ঞানের এুগে শুধু বুদ্ধির জোরে সফল হওয়া যায় না, সঙ্গে চাই জ্ঞান। এটা ইনফরমেশনের যুগ। মগজে যথেষ্ট ইনফরমেশন ধরে রাখার ক্ষমতা না থাকলে আজকের যুগে কারোরই সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফেলুদার প্রায় প্রতিটি ভিলেন এই সত্যটা জানে। তারা সবাই শহুরে এবং শিক্ষিত। সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র পুরন্দর রাউত। সে এক ছিঁচকে অপরাধী, জেল ভেঙে পালানো জালিয়াত। অবশ্য মছলীবাবারূপী পুরন্দরের মাথার ওপরে ছিল মগনলাল মেঘরাজ! ফেলুদা'র দুর্ধর্ষ দুশমমন এই মগনলাল। যার সঙ্গে বারবার টক্কর হয়েছে ফেলুদা'র। নানা ঘটনায় তার সঙ্গে নানা ধরনের দুশমনের মোলাকাত হয়েছে। এরা হল — তিনকড়ি বাবু (ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি), বনবিহারী সরকার (বাদশাহী আংটি), কেদার চৌধুরী (কৈলাস চৌধুরীর পাথর), নীলমণি সান্যাল (শেয়াল দেবতা রহস্য), শশধর বোস ওরফে ডঃ বৈদ্য (গ্যাংটকে গণ্ডগোল), অমিয়নাথ বর্মন, মন্দার বোস (সোনার কেল্লা), নরেশচন্দ্র পাকড়াশি, প্রবীর লাহিড়ি (বাক্স রহস্য), চট্টরাজ ওরফে মি. রক্ষিত (কৈলাসে কেলেঙ্কারি), মনিমোহন সমাদ্দার (সমাদ্দারের চাবি), বিশ্বনাথ মজুমদার (ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা), গোপীনাথ গোরে ওরফে সান্যাল (বোম্বাইয়ের বোম্বেটে), মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য (গোঁসাইপুর সরগরম), মহাদেব চৌধুরী, উইলিয়াম গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (গোরোস্থানে সাবধান), অমরেন্দ্র চৌধুরী (ছিন্নমস্তার অভিশাপ), নীহাররঞ্জন দত্ত (গোলোকধাম রহস্য), ডা. সরকার, মি. বাত্রা (যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে), সাধন দস্তিদার (নেপোলিয়নের চিঠি), নন্দকুমার নিয়োগী, হিরালাল সোমানি (টিনটোরেটোর ক্রীশু), সমরেশ মল্লিক (অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য), জয়ন্ত চৌধুরী, ডা. ঐরকার (জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা), প্রদ্যুম মল্লিক, হরিনারায়ণ আচার্য্য (বোসপুকুরে খুনখারাপি), বিষ্ণুদাস কলাপোরিয়া ওরফে রাজেন রায়না (দার্জিলিং জমজমাট), মহীতোষ রায় (অ প্সরা থিয়েটার মামলা), হনুমান রাউত ওরফে প্রয়াগ মিস্ত্রি, মি. সপ্রু ওরফে মি, সরকার, বিজয় মল্লিক (ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর), চন্দ্রনাথ বোস (ডা. মুনসীর ডায়েরি), মি. হিঙ্গোরানি (নয়ন রহস্য), অখিল অর্মন ওরফে সূর্যকুমার।এই সব দুশমনদের মধ্যে অনেকেরই তাদের প্রিয় বিষয় সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। যেমন মহদেব চৌধুরী অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি এন্ত্র বিষয়ে, আজশেখর নিয়োগী রেনেসাঁস যুগের চিত্রকলায়, বনবিহারী ঐরকার সিপাহী বিদ্রোহের ঐময়ের লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে, নরেশ পাকড়াশির প্রাচীন ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেছে ফেলুদার নানান রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারে। ●

সমস্ত পত্রিকার পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও রূপায়ণে জহর চট্টোপাধ্যায়

ফাইল ৩

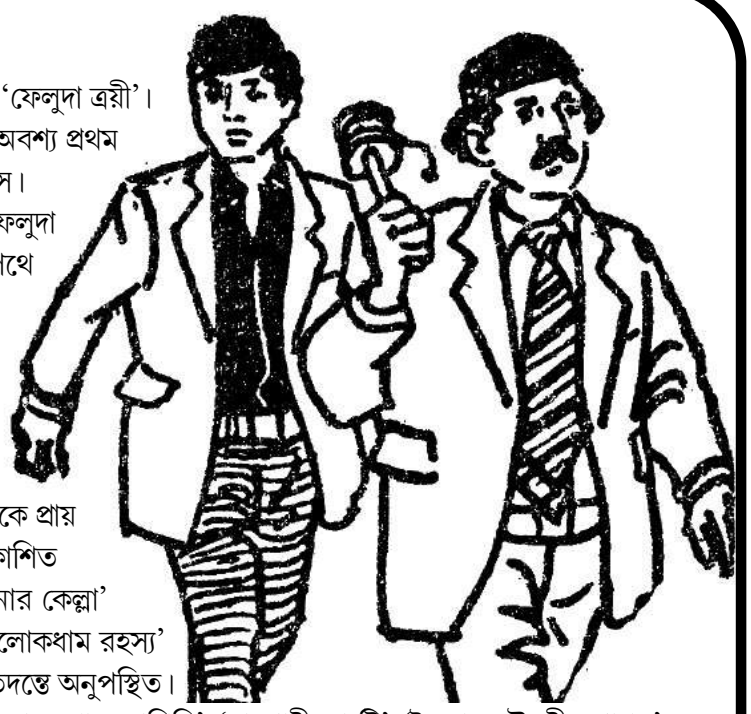

ফেলুদা'র সর্বক্ষণের সঙ্গীরা

ফেলুদার যে কোন তদন্তের সঙ্গী তোপসে আর জটায়ু। বলা যায় 'ফেলুদা ত্রয়ী'। অবশ্য ফেলুদা'র প্রতিটি গল্পের সঙ্গী একমাত্র তার খুড়তুতো ভাই (অবশ্য প্রথম গল্পে মাসতুতো ভাই বলে উল্লেখ আছে) তপেশরঞ্জন ওরফে তোপসে। তোপসেই আমাদের ফেলুদার কীর্তি কাহিনী জানায়। জটায়ুর সঙ্গে ফেলুদা ও তোপসের আলাপ হয় 'সোনার কেল্লা' গল্পে। যোধপুর যাওয়ার পথে কানপরু স্টেশনে প্রসিদ্ধ রহস্য রোমাঞ্চ লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু ফেলুদা ও তোপসেদের কামরায় ওঠেন। তারপর আলাপ এবং শেষপর্যন্ত বাংলা গোয়েন্দা গল্পের জগতে অমর ত্রয়ী হয়ে ওঠা। ফেলুদার যে ৩৫টি গল্প আমরা ছাপার অক্ষরে পাই তার সবকটিতেই তোপসে রয়েছে,। জটায়ু আছেন ২৭টি গল্পে। 'সোনার কেল্লা' ১৯৭১ সালে 'দেশ'-এর শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে প্রায় সব গল্পেই জটায়ু আছেন। শুধু ১৯৭৩-এ প্রকাশিত 'সমাদ্দারের চাবি', ১৯৭৫-এ প্রকাশিত 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' এবং ১৯৮০-তে প্রকাশিত 'গোলোকধাম রহস্য' গল্প তিনটি 'সোনার কেল্লা' প্রকাশের পরে প্রকাশিত হলেও ফেলুদা-তোপসের সঙ্গে জটায়ু নেই। তার মধ্যে 'গোলোকধাম রহস্য' গল্পে জটায়ুর উল্লেখ অছে, তিনি শারদীয়ার উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত থাকায় ফেলুদা'র তদন্তে অনুপস্থিত। 'সোনার কেল্লা'র আগে প্রকাশিত যে গল্পগুলিতে জটায়ু নেই সেগুলো হ'ল — 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি', 'বাদশাহী আংটি', 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর' এবং 'শেয়াল দেবতা রহস্য'। তোপসে এবং জটায়ু ফেলুদাকে তদন্তের কাজে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। 'অপ্সরা থিয়েটার মামলা'য় ফেলুদা'র পা মচকে গেলে তোপসে আর জটায়ু বাকি তদন্ত চালায় যার ভিত্তিতে ফেলুদা খুনিকে পাকড়াও করে। অবশ্য গল্পের শেষে জটায়ু তোপসেকে বলে, 'তোমার দাদার সঙ্গে আমাদের তফাতটা কোথায় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।' তোপসে 'কোথায় তফাত?' জানতে চাইলে জটায়ু তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা দিয়ে টাকের ওপর টোকা দিয়ে বলেন — 'মাথায়।' ●

ফেলুদা'র অন্যান্য সঙ্গীরা

ফেলুদা'র গল্প-উপন্যাসে এমন আরও কয়েকজন আছে যারা কেউ প্রত্যক্ষ কেউ পরোক্ষভাবে ফেলুদাকে তদন্তে সাহায্য করেছে। তাদের প্রথমেই আসবে সিধু জ্যাঠার নাম। ফেলুদার পাড়া সম্পর্কে এই জ্যাঠার কাছে যে কোন বিষয়ের প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়। সিধু জ্যাঠার প্রকৃত নাম সিদ্ধেশ্বর বসু। তাঁকে প্রথম দেখা যায় 'সোনার কেল্লা' গল্পে। জাতিস্মর মুকুলের খবর কাগজে পড়ার পর সিধু জ্যাঠার কাছে ফেলুদা অমিয়নাথ অর্মন এবং মন্দার বোস সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য। এরপর সিধু জ্যাঠাকে পাওয়া গেছে চারটি গল্পে — 'বাক্স-রহস্য', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' এবং 'গোরোস্থানে সাবধান'। তার মধ্যে 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' উপন্যাসে সিধু জ্যাঠার অনুরোধেই ফেলুদা তদন্ত শুরু করে। সে দিক থেকে সিধু জ্যাঠা ফেলুদা'র মক্কেলও অটে। আর একজন যিনি ফেলুদাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন হরিপদ বাবু। তিনি জটায়ুর সবুজ অ্যাম্বাসাডার গাড়ির চালক। ফেলুদা'র গল্পে আর যাদেরকে সঙ্গে পাই তারা হল ফেলুদা'র বাড়ির চাকর 'শ্রীনাথ', জটায়ুর রাঁধুনি 'ভরদ্বাজ' এবং জটায়ুর প্রিয় বাংলার শিক্ষক 'বৈকুণ্ঠ বাবু'। ●

ফেলুদা'র ঘোরাঘুরি

ফেলুদাকে তদন্তের কাজে পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায়, ভারতবর্ষের নানা শহরেই শুধু নয়, ভারতের বাইরে বিদেশেও যেতে হয়েছে। তোপসের বর্ণনায় সেইসব জায়গার এত সুন্দর বিবরণ থাকে যে ফেলুদার গল্প পড়া মানে এক রকমের মানস ভ্রমণ। ফেলুদার ঠিকানা ২৭ নং রজনী সেন রোড, কলকাতা ২৯। কলকতার বালিগঞ্জের আসিন্দা হওয়ায় ফেলুদার অনেকগুলি তদন্ত খোদ কলকাতায় বা কলকাতার লাগোয়া অঞ্চলে। শহর কলকাতায় ফেলুদা'র মোট ৯টি তদন্ত — 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর', 'শেয়াল-দেবতা রহস্য', 'গোরস্থানে সাবধান', 'গোলোকধাম রহস্য', 'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য', 'ইন্দ্রজাল রহস্য', 'বোসপুকুরে খুনখারাপি', 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা', এবং 'ডা. মুন্সীর ডায়রি'। কলকাতার কাছে বামুনগাছী (সমাদ্দারের চাবি), আরাসত (নেপোলিয়নের চিঠি) ও পানিহাটিতেও (জাহাঙ্গিরের স্বর্ণমুদ্রা) তদন্তের কাজে ফেলুদাকে যেতে হয়েছে। কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে অন্য জেলায়ও ফেলুদা গেছে তদন্ত করতে — নদীয়ায় পলাশীর কাছে ঘুরঘুটিয়া (ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা), সোনাহাটি (গোলাপী মুক্তা রহস্য), কাটোয়া থেকে সাত মাইল দূরে গোঁসাইপুর (গোঁসাইপুর সরগরম), মেচেদার কাছে বৈকুণ্ঠপুর (টিনটোরেটোর খ্রীশু), বীরভূমের বোলপুর-শান্তিনিকেতন (রবার্টসনের রুবি)। উত্তরে জলপাইগুড়ি হয়ে তরাইয়ের জঙ্গল ও লক্ষ্মণবাড়ি অঞ্চল (রয়েল বেঙ্গল রহস্য), দার্জিলিং (ফেলুদা'র 'গোয়েন্দাগিরি' এবং 'দার্জিলিং জমজমাট') এবং ছুটি কাটাতে দীঘা (অপ্সরা থিয়েটারের মামলা)।

পশ্চিমবঙ্গের আইরে ভারতবর্ষের যেসব জায়গায় ফেলুদা গেছে তার মধ্যে উত্তরে কাশ্মীর (ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর), সিমলা ('বাক্স-রহস্য'), হরিদ্বার, লছমনঝুলা, লক্ষ্ণৌ (বাদশাহী আংটি এবং শকুন্তলার কণ্ঠহার), বেনারস (জয় বাবা ফেলুনাথ এবং গোলাপী মুক্তা রহস্য), কেদারনাথ (এবার কাণ্ড কেদারনাথে), সিকিম (গ্যাংটকে গণ্ডগোল)। দক্ষিণে চেন্নাই (নয়ন রহস্য), আওরঙ্গাবাদ (কৈলাসে কেলেঙ্কারি)। পশ্চিমে মুম্বাই (বোম্বাইয়ের বোম্বেটে), যোধপুর, পোখরান, জয়শলমীর (সোনার কেল্লা) আর পূর্বে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ (ছিন্নমস্তার অভিশাপ), ওড়িশা রাজ্যের পুরী (হত্যাপুরী)। রাজধানী দিল্লীতে ফেলুদা ত্রয়ী পৌঁছেছে 'বাক্স-রহস্য' গল্পে সিমলা যাওয়ার পথে।

তদন্তের কাজে দেশের বাইরে ফেলুদাকে তিনবার যেতে হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমবারটি প্রতিবেশি দেশনেপালের কাটমাণ্ডু এবং পাটানে (যত কাণ্ড কাটমাণ্ডুতে)। এরপর টিনটোরেটোর আঁকা যীশুর ছবি উদ্ধার করতে হং কং। শেষবার ফেলুদা বিদেশে গেছে লণ্ডনে।

কলকাতার মধ্যে নানা জায়গায় যাওয়ার জন্য ফেলুদা ট্যাক্সি আ জটায়ুর গাড়ি ব্যবহার করলেও ট্রামে চড়েছে। দূরে যেতে ট্রেন বা প্লেনে চড়েই গেছে। ●

পত্রিকায় ব্যবহৃত সমস্ত অলঙ্করণ সত্যজিৎ রায়ের আঁকা গোয়েন্দা ফেলুদার বিভিন্ন গল্প থেকে নেওয়া ছবি দিয়ে করা হয়েছে।

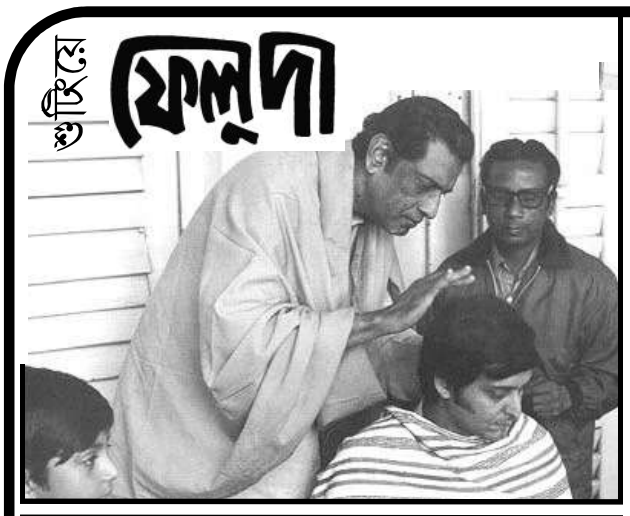

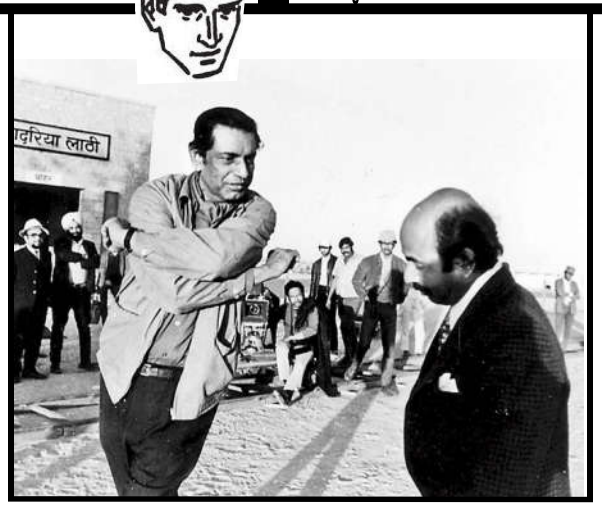

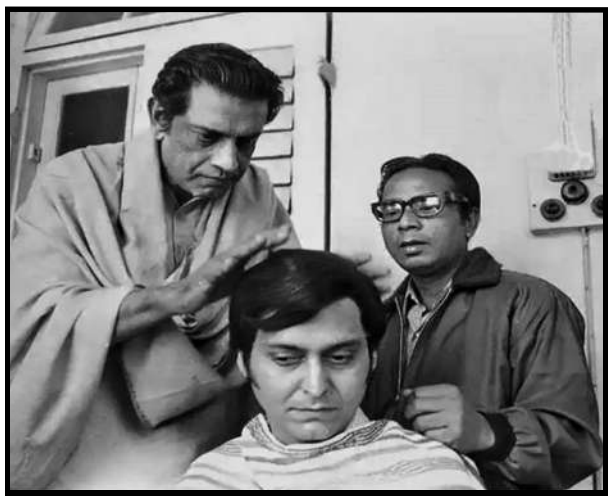

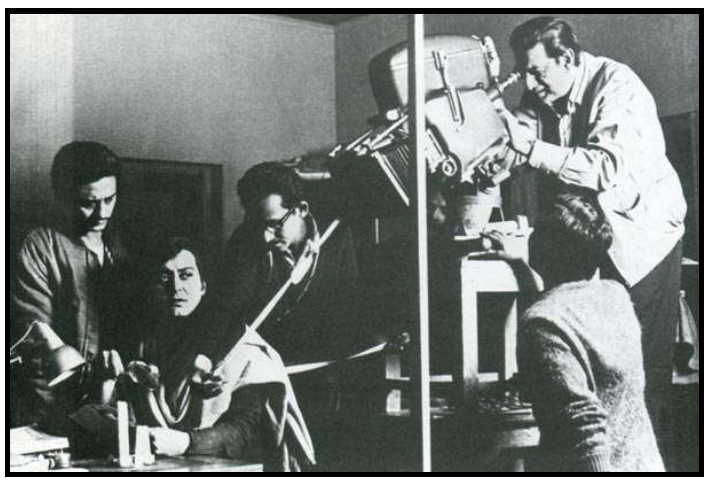

সোনার

ঃ সম্পাদনা ঃ
দুলাল দত্ত
ঃ অভিনয় ঃ
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,
সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়,
সন্তোষ দত্ত,
কুশল চক্রবর্তী,
শৈলেন মুখোপাধ্যায়,
কামু মুখোপাধ্যায়,
অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
ঃ পরিবেশক ঃ
ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।
ঃ মুক্তির তারিখ ঃ
২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪ (করমুক্ত)
ঃ প্রেক্ষাগৃহ ঃ
রাধা, মিনার্ভা, বীণা, বসুশ্রী
ও অন্যত্র।

ঃ পুরস্কার ঃ
১. ভারত সরকার ঃ
দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য রৌপ্যপদক,
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য,
শ্রেষ্ঠ রঙিন আলোকচিত্র (১৯৭৪)
২. পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঃ
শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক (১৯৭৪)
৩. তেহরান (ইরান) চলচ্চিত্র উৎসব ঃ
কিশোরদের ও তরুণদের জন্য নির্মিত
শ্রেষ্ঠ প্রাণবন্ত কাহিনীচিত্র —
'গোল্ডেন স্ট্যাচুয়েট' পুরস্কার(১৯৭৫)

ফেলুদা ২

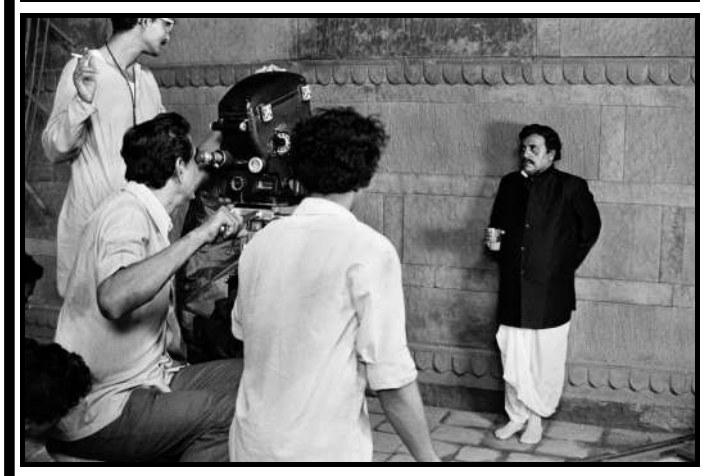

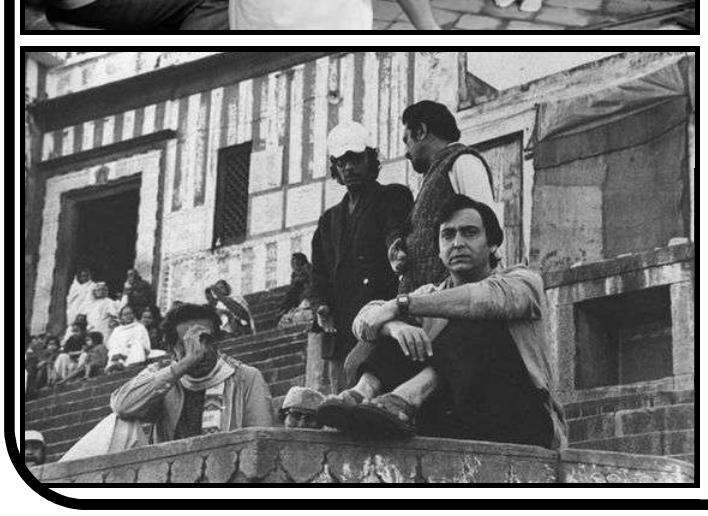

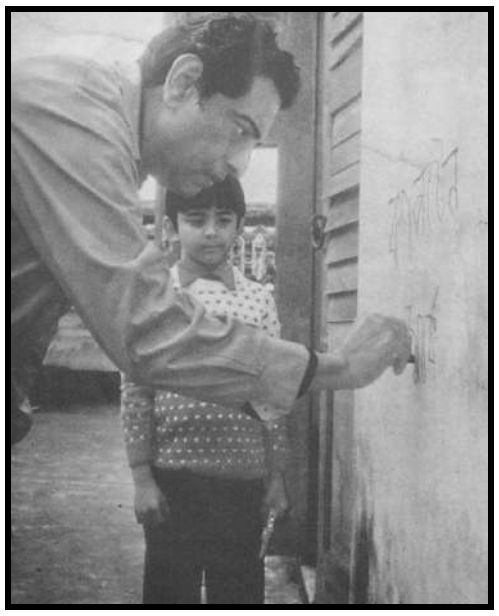

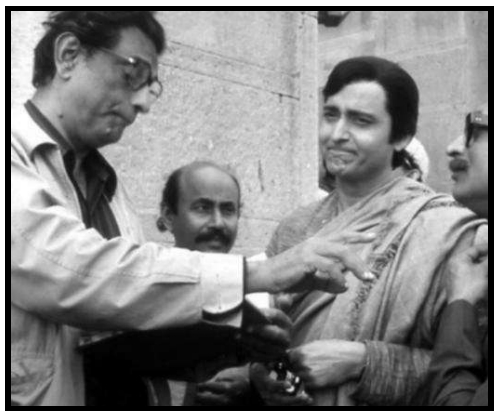

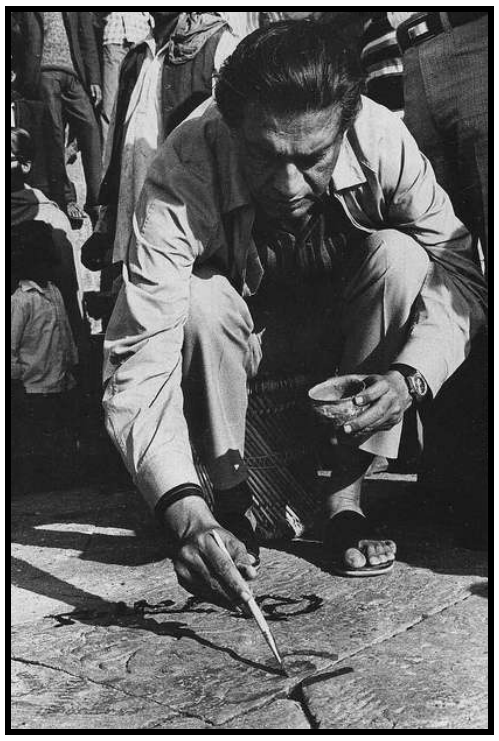

জয়বাবা ফেলুনাথ

১৯৭৮ (রঙিন)

ঃ প্রযোজনা ঃ
আর. ডি. বনশল

ঃ কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা ঃ
সত্যজিৎ রায়

ঃ আলোকচিত্র ঃ
সৌমেন্দু রায়

ঃ শিল্প নির্দেশনা ঃ
অশোক বসু

ঃ সম্পাদনা ঃ
দুলাল দত্ত

ঃ অভিনয় ঃ
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,
সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়,
সন্তোষ দত্ত,
উৎপল দত্ত,
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়,
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রমুখ।

ঃ পরিবেশক ঃ
আর. ডি. বি. অ্যাণ্ড কোং।

ঃ মুক্তির তারিখ ঃ
৫ জানুযারি ১৯৭৯

ঃ প্রেক্ষাগৃহ ঃ
শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র

ঃ পুরস্কার ঃ
১. ভারত সরকার ঃ জাতীয় পুরস্কার,
শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র - ১৯৭৮

২. হংকং চলচ্চিত্র উৎসব ঃ
শ্রেষ্ঠ ছবি - ১৯৭৯

বড় পর্দায়

ফেলুদা'কে বড় পর্দায় প্রথমবার দেখা যায় ১৯৭৪ সালে 'সোনার কেল্লা' ছবিতে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করেন। তপেশরঞ্জন ওরফে তোপসে'র চরিত্রে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর চরিত্রে সন্তোষ দত্ত অভিনয় করেন। ১৯৭৯ সালে ফেলুদা'র স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় এই তিনজন অভিনেতাকে নিয়েই ফেলুদার দ্বিতীয় কাহিনীচিত্র 'জয় বাবা ফেলুনাথ' তৈরী করেন। ১৯৮০ সালে সন্তোষ দত্তের মৃত্যু হলে তিনি আর কোনো ফেলুদা কাহিনীর চলচ্চিত্র তৈরী করেননি। দু-দশকেরও বেশি সময় পরে সন্দীপ রায় ফেলুদাকে আবার বড় পর্দায় ফিরিয়ে আনেন 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' ছবিতে। এবার ফেলুদা চরিত্রে অভিনয় করলেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। তোপসে'র চরিত্রে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং জটায়ু বিভু ভট্টাচার্য্য। ২০০৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সন্দীপ রায় সাতটি চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন। মোট ন'বার ফেলুদা বড় পর্দায় এসেছেন, তার মধ্যে শেষবার একই ছবিতে আলাদা আলাদা দুটি গল্পে।

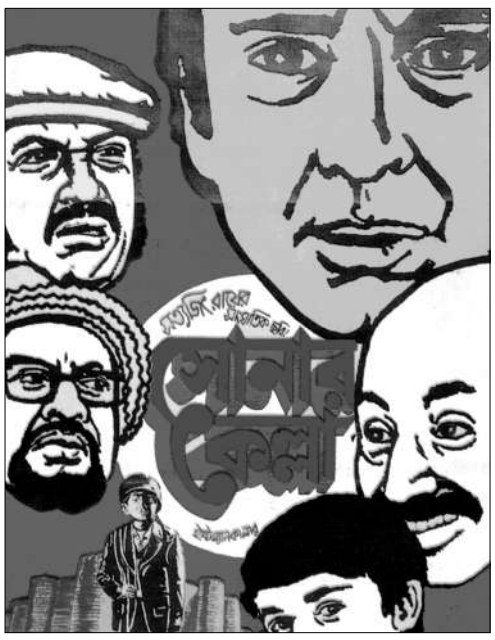

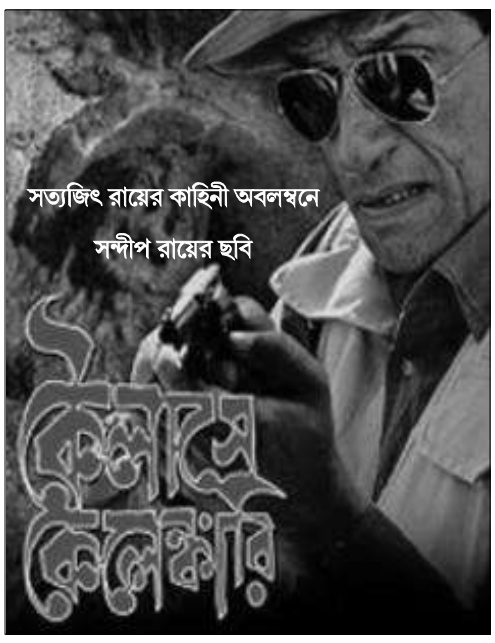

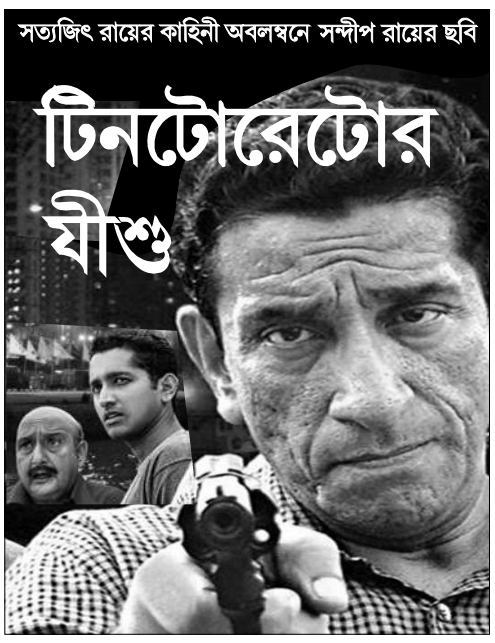

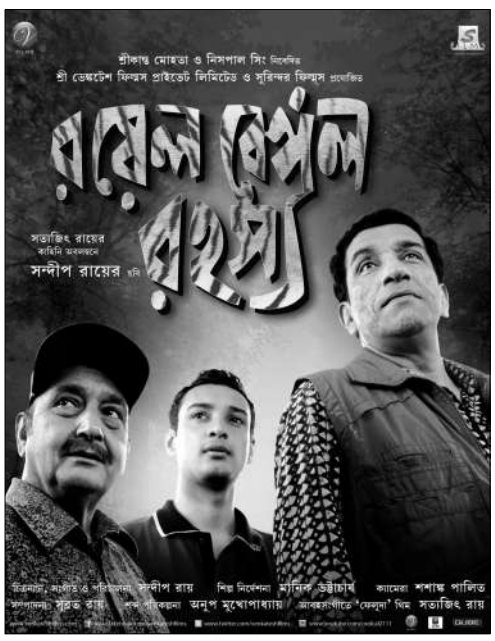

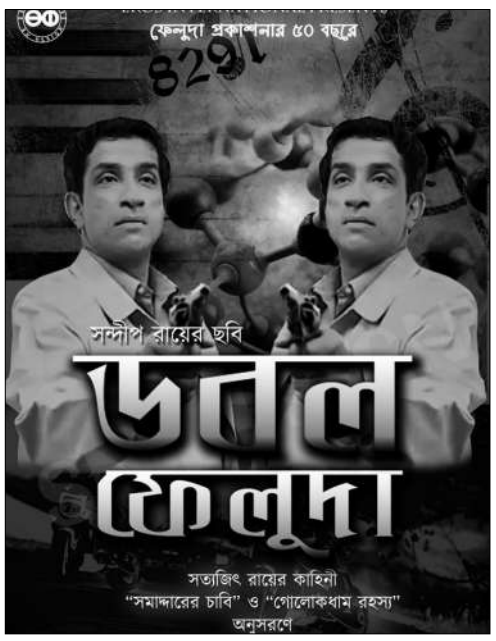

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148